দেকার্তের মতে ধারণা ঃ

১) প্রতিটি অর্থপুর্ণ শব্দের অনুশঙ্গী একটি ধারণা আমার মধ্যে আছে।

২) কোন ব্যক্তির X সম্পর্কে ধারণা থাকার পর্যাপ্ত শর্ত হল সে জানবে কেমন করে X-কে ব্যবহার করতে হয়।

৩) শব্দ ও ধারণার মধ্যে সরল, এক-এক আনুরূপ্য নেই।

যেমন 'শূন্য' শব্দটির অনুরূপ কিছু নেই, আবার 'সুর্য' শব্দটির একাধিক ধারণা আছে

উৎপত্তির দিক থেকে দেকার্ত ধারণাকে ৩ ভাগে ভাগ করেছেন; Three types of ideas

বিভাজনটি চূড়ান্ত – কোন ধারণা একই সঙ্গে দুটি শ্রেণীতে থাকতে পারে না।

ক) আগুন্তুক বা বহিরাগত ধারণা Adventitious idea ঃ ইন্দ্রিয়লব্ধ, আপতিক এবং এই ধারণাগুলি স্পষ্ট ও বিবিক্ত নয়।

খ) কৃত্রিম বা কাল্পনিক ধারণা Factitious idea ঃ আগন্তুক ধারণা + কল্পনা' ; স্পষ্ট ও বিবিক্ত নয়।

গ) সহজাত ধারণা Innate idea ঃ অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ, বুদ্ধিলব্ধ, স্পষ্ট ও বিবিক্ত।

ঈশ্বরের ধারণাটি সহজাত কিন্তু He never intended to imply that infants in the womb have an actual notion of God, but only that there is in us by nature an innate potentiality whereby we know God.

Arguments in favor of existence of God

1) প্রথম রূপ ঃ Causal argument: **কারণিক যুক্তি** God is the cause of the 'idea of God' in my mind. ইশ্বরের ধারণার স্রষ্টা হিসেবে ইশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার

The argument is based on two self-justifying assumptions:

a) ex nihilo nihil fit- Nothing comes from nothing

b) the cause of an object must contain at least as much reality as the object itself.

- Heat cannot be produced in an object which was not previously hot, except by something of at least the same order of perfection as heat.
- A stone, for example, which previously did not exist, cannot begin to exist unless it is produced by something which contains, either formally or eminently everything to be found in the stone.

Argument for the Existence of God (I)

P1: Every effect must have causes and the ideas in my mind have causes.
প্রতিটি কার্যেরই কারণ থাকবে এবং আমার মনে উপস্থিত ধারণাগুলিরও কারণ থাকবে।

P2: I have an idea of God as an infinitely perfect being.
আমার এমন এক ইশ্বরের ধারণা আছে যে অসীম, পুর্ণ সত্তা।

P3: The cause of any idea must have at least as much formal reality as the idea has objective reality.
কার্যের (ধারণা) মধ্যে যতটা বাস্তবতা /বৈশিষ্ট্য আছে, কারণে (ধারণার উৎসে) অন্তত ততটা বাস্তবতা/ বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকবে।

P4: My finite mind itself could not have been the source of the idea.
আমার সীমিত মন এই ইশ্বর-ধারণার কারণ বা উৎস হতে পারে না।

P5: Only an infinitely perfect being has as much formal reality as my idea of God has objective reality.
কেবল একটি আদর্শ পুর্ণ অসীম সত্তার সেই সকল বাস্তব বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে যেই বৈশিষ্ট্যগুলি ঈশ্বরের ধারণায় বিদ্যমান।

C1: So the cause of my idea of God must really be infinitely perfect.

C2: So God, an infinitely perfect being, exists.

২) দ্বিতীয় রুপঃ যদি ঈশ্বর না থাকতেন, তাহলে আমি যে ঈশ্বরের ধারণার অধিকারী, সে অস্তিত্ববান থাকতে পারত? Whether I, who possesses this idea of God, could exist supposing there were no God?

এটা কি সম্ভব যে নিজের সত্তা আমি নিজের কাছ থেকে পেয়েছি, অথবা আমার মাতা পিতার কাছ থেকে অথবা ভিন্ন কোন উৎস থেকে যা ঈশ্বরের চেয়ে কম পুর্ণ?

First option: If I were not dependent on God for the creation of any of my ideas, I should have bestowed on myself every perfection of which I possessed any idea and would thus be God. আমার কাছে সংশয় বলে কিছু থাকত না, কোন অভাবই থাকত না, আমি পুর্ণ হতাম। But I am not conscious of nothing of this kind, and by this I know clearly that I depend on some being different from me.

Second option: আমার মাতাপিতাও আমার অস্তিত্বের কারণ নয় এজন্য যে আমার মনে যে পুর্ণতার ধারণা আছে তা উৎপন্ন করার ক্ষমতা আমার অপুর্ণ মাতাপিতারও নেই।

অতএব, ঈশ্বর কেবল ঈশ্বরের ধারণার স্রস্টাই নন, তিনি আমারও কারণ, যে এই ঈশ্বরের ধারণা বহন করে চলি।

সত্তাতাত্ত্বিক যুক্তিঃ Ontological argument

Existence can no more be separated from the essence of God, than the idea of a mountain from that of a valley, or the equality of its three angles to two right angles, from the essence of a triangle.

Existence is a predicate.

ঈশ্বরের ধারণাটি হল এমন সত্তার ধারণা যিনি সকল পুর্ণতার অধিকারী- যার সারধর্ম সকল পুর্ণতাকে প্রকাশ করে; একটি পুর্ণতা হল অস্তিত্ব; সুতরাং, ঈশ্বরের সারধর্ম আবশ্যিকভাবে তার অস্তিতকে অন্তর্ভুক্ত করে।

==========

বাহ্য জগতের অস্তিত্ব প্রমাণঃ

বাহ্য জগত বলে কি বাস্তবিক কিছু আছে?

পরোক্ষ প্রমাণ Indirect proof

মনে কর- বাহ্য জগত নেই।

1st option: ইন্দ্রিয় সংবেদনগুলি বাইরে থেকে আসেনি। আমাদের মনই ইন্দ্রিয় সংবেদনের ধারণাগুলি উৎপন্ন করে।

2nd option: ঈশ্বরই বাহ্যজগতের ধারণা আমাদের মনে স্থাপন করেছেন, যার অনুরূপ জগত বাস্তবে নেই।

1st option: বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষগ্রাহ্য গুনগুলি যেমন length, breath, weight etc. কে মন সৃষ্টি করতে পারে না, তাদের গ্রহণ করতে মন বাধ্য থাকে। যেসব বিষয়ের প্রত্যক্ষ মনের উপর নির্ভরশীল নয়, মন তাদের স্রষ্টা হতে পারে না।

2nd option: এরকম বললে ঈশ্বরকে প্রতারক ও প্রবঞ্চকরূপে গন্য করতে হয়। পরিপুর্ণসত্তা রূপে ঈশ্বর প্রবঞ্চক- কথাটি স্ববিরোধী।

জড় অথবা জড়ধর্ম প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিগম্য। বুদ্ধির স্বচ্ছ আলোকেই তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন হয়, ইন্দ্রিয়-সংবেদনের মাধ্যমে নয়।